বিকাশরায় প্রোডাক্‌সন্স প্রাইভেট লিঃ এর
নিবেদন
সূর্য্যমুখী
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
বিকাশ রায়
Shangrila
Released 7-9-56

বিকাশ রায় প্রোডাকসন্স্ (প্রাইভেট) লিমিটেডের

সশ্রদ্ধ নিবেদন

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'প্রভাতসূর্য্য' অবলম্বনে

সন্ধ্যারাণী, অভী ভট্টাচার্য্য ও বিকাশ রায় অভিনীত

সূর্য্যমুখী

সুরসৃষ্টি : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রযোজনা : অসীম পাল

চরিত্র-চিত্রণে

চন্দ্রাবতী, মঞ্জু দে, ভারতী দেবী, অপর্ণা দেবী, ছন্দা দেবী,
বাণী গাঙ্গুলী, রেবা বসু ও আশা দেবী
ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্ন্যাল, জীবেন বসু, শ্যাম লাহা, তুলসী চক্রবর্ত্তী,
মিহির ভট্টাচার্য্য, সমরকুমার, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, খগেন পাঠক ও
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

কলাকুশলীবৃন্দ

চিত্রগ্রহণ : দেওজীভাই ব্যবস্থাপনা : ভানু রায়
শব্দধারণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী রূপসজ্জা : মনতোষ রায়
শিল্প নির্দ্দেশ : গৌর পোদ্দার পরিস্ফুটন : আর, বি, মেহতা

অতিরিক্ত সংলাপ—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : সুনীল রায়চৌধুরী, স্বদেশ সরকার, প্রবীর গুপ্ত
চিত্রগ্রহণ : তরুণ গুপ্ত, সৌমেন্দু রায়, সত্য রায়। শব্দধারণ : সন্তোষ চৌধুরী
সম্পাদনা : অনিত মুখোপাধ্যায়। আলোক নিয়ন্ত্রণ : প্রভাস, কেষ্ট, অনিল
রূপ সজ্জা : পরেশ, শম্ভু। স্থির চিত্রগ্রহণ : এড্না লরেঞ্জ (স্যাংগ্রিলা)
সুরসৃষ্টি : অমল মুখার্জ্জি

আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে টেক্নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত
বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক—জনতা পিক্চার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিঃ

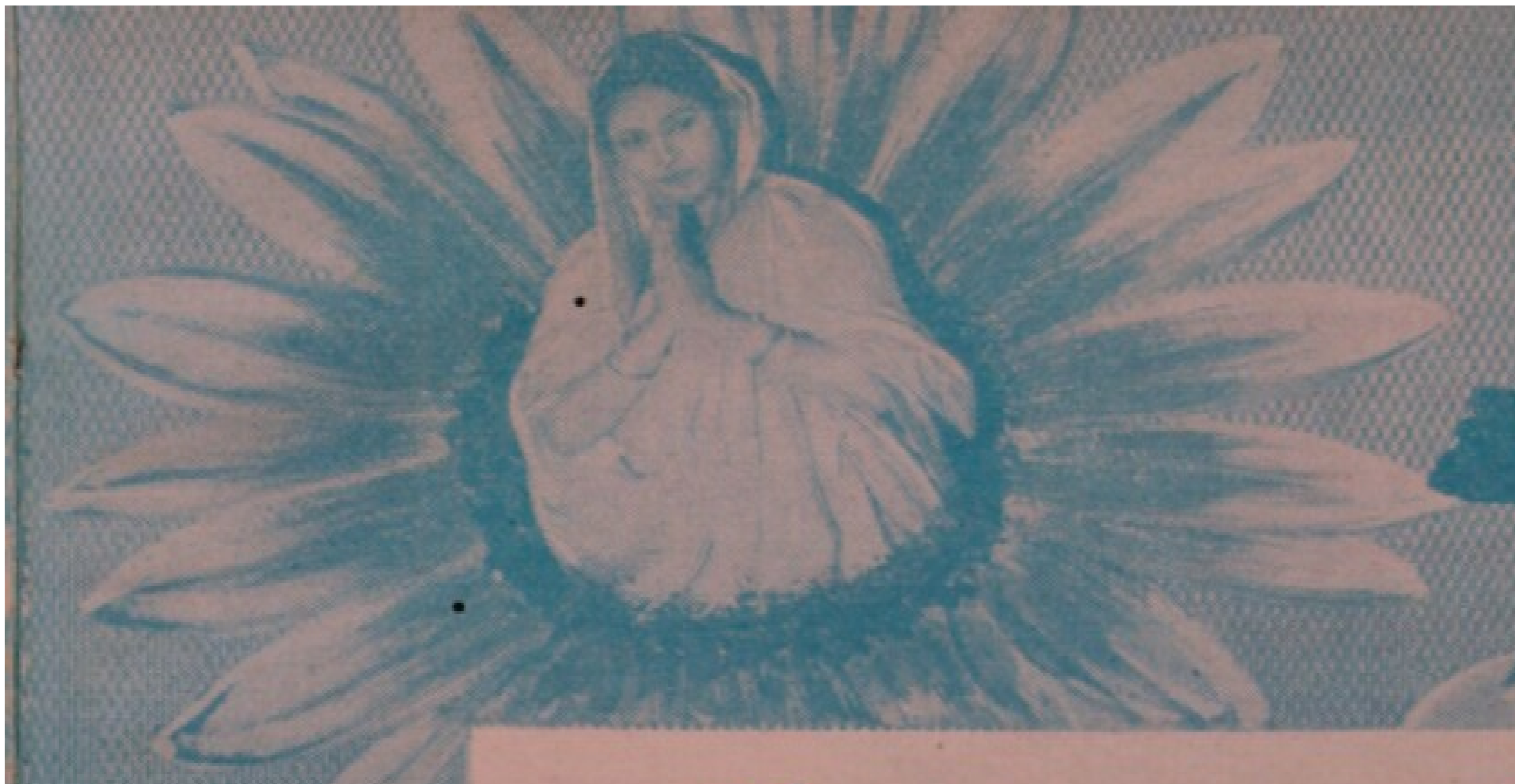

সূর্য্যমুখী

যে দেহের দিকে পর পুরুষের কুদৃষ্টি পড়েছে, সে দেহ অপবিত্র হয়ে গেছে—সে দেহে আর স্বামী-সেবা করা চলে না। সতীত্বের এই কঠোর আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হ'য়ে, চার পুরুষ আগে ভট্টাচার্য্য-বংশের এক বধূ অনশনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন।

চার পুরুষ বাদে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই বংশেরই বধূ হ'য়ে এলো ইন্দ্রানী। স্বামীকে ভালো করে দেখবার, জানবার আগে, স্বামী সম্ভাষণের প্রথম রঙীন মুহূর্ত্তেই তার জীবনে ঘনিয়ে এলো অন্ধকার যবনিকা।

কিন্তু ইন্দ্রানী তো মনে প্রাণে কখনো তা চায়নি! জ্ঞানতঃ কোন অন্যায়, কোন অপরাধ তো সে করেনি! তবু কেন সে শাস্তি পাবে? কেন সে প্রায়শ্চিত্ত করবে?

তা জানি না।......

ইন্দ্রানী কিন্তু তবু শাস্তি পায়, তবু প্রায়শ্চিত্ত করে। সূর্যমুখী ফুলের মত অধীর আগ্রহে নব সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করে।

ইন্দ্রানীর এই আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা কি আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে বাহুল্য মাত্র? সতী মেয়েরা আমাদের দেশে চিরকাল যে সম্মান, যে শ্রদ্ধা পেয়েছেন, আজকের স্বাধীন ভারতে ক্রমগতির যুগে সে সব কী অবান্তর, অকেজো হ'য়ে গেছে?

ইন্দ্রানীর জীবনকথায় এই জিজ্ঞাসাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে!

উত্তর দেবার দায়িত্ব আপনাদের!

(১)

আকাশে অন্তরাগে আমারই স্বপ্ন জাগে,
তাই কি হৃদয়ে দোলা লাগে।
আজ কান পেতে শুনেছি আমি
মাধবীর কানে কানে কহিছে ভ্রমর
আমি তোমারই আমি তোমারই।
সেই সুরে স্বপ্নের মায়াজাল বুনেছি আমি
মনে হয় এ লগন আসেনি আগে।
এবার বুঝেছি আমি চাঁদ কেন চেয়ে থাকে
সরসীর পানে,
আমি যে তোমারই ওগো বলে কানে কানে।
শুধু কান পেতে শুনেছি আমি,
সাগরের কানে কানে তটিনী বলে
আমি তোমারই আমি তোমারই।
কি আশায় তিয়াসায় দিন শুধু গুনেছি আমি
বাতাসের বাঁশী বাজে কি অনুরাগে।

(২)

ও বাঁশিতে ডাকে সে শুনেছি যে আজ,
মোর পরাণ কাড়িতে চায় সে রাখালরাজ।
তার কাছে যেতে যদি কাঁটা বেঁধে পায়,
যদি শাশুড়ী ননদী মুখে কালি দিতে চায়,
তবু নিকটে যাইব তার না মানি সমাজ।
যাক্ কুল যাক্ মান ক্ষতি নাহি তায়,
এ পোড়া পরাণ আমি সঁপিব ও পায়,
মিটাইতে সাধ মিছে মানি লোকলাজ
মোর পরাণ কাড়িতে চায় সে রাখালরাজ॥

(৩)

শ্রীরাম কহেন সীতা শুন এ বচন
জানো কী কেনবা এই সভা আয়োজন?
হেথায় পরীক্ষা দিয়া করহ প্রমাণ
তোমার সতীত্ব নারী কুলের সমান।
প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার
দেবগণ জানে তাহা না জানে সংসার।
তখন চিরদুখিনী সীতা শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ শুনিয়া কহিলেন—
কি কহিলেন?
সীতা কহে আমি সতী দেবতারা জানে
পরীক্ষা দিলাম পূর্ব্বে দেব বিদ্যমানে।
দেশেতে আনিলা প্রভু কিবা ছিল মনে
সহসা আমারে কেন দিলে নির্ব্বাসনে।
সীতার কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন— কি কহিলেন?
পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে
দেখিয়া সবার মুখে সাধুবাদ জাগে।
তুমি সতী জানি আমি জানে বৃক্ষলতা
পশুপক্ষী সকলেই জানে সেই কথা।

তখন শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ শুনিয়া সীতা কহিলেন— কি কহিলেন ?

এতেক কহিলা সীতা দু'নয়নে ধারা
কায়মনোবাক্যে যদি রঘুনাথ ছাড়া
আমি আর কিছু ভেবে থাকি, নহি যদি সতী,
দ্বিধা তুমি হও ওগো মাতা বসুমতী !

মা সকল ! একবার ভালো করে ভেবে দেখবেন, সতী কথাটা কী ? শুধু পতির নামে সিঁথিতে সিঁদুর আঁকলেই কী সতী হওয়া যায় ? কায়-মনো-বাক্যে অর্থাৎ দেহে, চিন্তায় এবং কথায় যে নারী পতি ছাড়া আর কিছু ধ্যান করেনা অথবা জানে না, সেই হ'লো সতী। আর সতী বলেই এত দর্পভরে সীতা বল্‌ছেন—কী বল্‌ছেন ?

এতেক কহিলা সীতা দু'নয়নে ধারা
কায়মনোবাক্যে যদি রঘুনাথ ছাড়া
আমি আর কিছু ভেবে থাকি, নহি যদি সতী
দ্বিধা তুমি হও ওগো মাতা বসুমতী !
মা—মাগো—

(৪)

আমার সূর্য্যমুখী তোমার মুখের পানে
শুধু ওগো চেয়ে চেয়ে থাকে,
তোমার সূর্য্য তবু আমারে দেয়না দেখা
মেঘে মেঘে আলো তার ঢাকে।
আমার হৃদয় লয়ে
শুধু তুমি কর খেলা,

তাই ত অলখে থাকো লুকায়ে,
দিলে তুমি অবহেলা
তাই যেন কেঁদে কেঁদে
আঁখিতে অশ্রু গেছে শুকায়ে ।
তবু দাওনা ত' সাড়া মোর ডাকে ।
সাথীহারা ব্যাকুলতা
বাতাসের সুরে কাঁদে
কি যে চাই সেত তুমি জানো না,
এ আড়াল আর আমি
সহিতে পারি না ওগো
আমি যে তোমারই এত মানো না
মোর হাসি তবু ব্যথা ঢেকে রাখে ॥

(৫)

আর যে পারি না সহিতে
সীমাহীন পথে ক্লান্তি আমার,
কত হবে আর বহিতে ।
পথ চেয়ে চেয়ে দীপ নিভে আসে,
আমি কাঁদি আর নিয়তি যে হাসে
ধূপের মতন জেনেছি নিজেরে
তিলে তিলে শুধু দহিতে ।
এত' যে ডেকেছি এত' যে কেঁদেছি ওগো,
দিলে না ত' সাড়া, এ হৃদয় তাই
পাষাণে বেঁধেছি ওগো,
শুধু পলে পলে ঝরে গেছে মালা
আমি জানি মোর বুকে কি যে জ্বালা,
তোমার আলোয় নিলে না তো ডেকে
আঁধারেই দিলে রহিতে ।

A WHOLE NEW WORLD OF ENTERTAINMENT.

ONE OF THE GREATEST STORIES OF LOVE & INSPIRATION

FULL OF

GLORIOUS SONGS, LAVISH SPECTACLE BRILLIANT DANCES

IN

Starring : ASHOK KUMAR - VAIJAYANTIMALA
JOHNNY WALKER - JAGDISH SETHI &
RAJA SULOCHANA.

Music : S. D. Burman

A **JANATA** *Release*

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস কর্ত্তৃক ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।